বিপন্নদের পাশে শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীরা

এই সময়: করোনা ও ইয়াসের জোড়া ধাক্কায় দুর্গত রাজ্যের প্রান্তিক ও উপকূলবর্তী এলাকার বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ালেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরা।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ কিছুটা কমায় স্বাভাবিকতে ঢিলে দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। সতর্কতা বজায়ে যাতে কোনও ঘাটতি না-থাকে, তাই সচেতনতা প্রসারে এগিয়ে এসেছেন রায়দিঘি কলেজের পড়ুয়ারা।

সোমবার সুন্দরবনের কলেজটির 'জাতীয় সেবা প্রকল্প' শাখার স্বেচ্ছাসেবকদের দল কোভিড সচেতনতাবিধি প্রচার করে এলাকায়। করোনা পরিস্থিতিতে অবশ্য-পালনীয় বিধি লেখা লিফলেট ও সার্জিক্যাল মাস্ক বিতরণ করা হয় এলাকাজুড়ে। কলেজ অধ্যক্ষ শশবিন্দু জানা স্বেচ্ছাসেবকদের সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, 'ক্যাম্পাস বন্ধ থাকা সত্ত্বেও দূরত্ব বিধি মেনে সরকারি নির্দেশিকা বাস্তবায়িত করছেন শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা। এটা ইতিবাচক।'

করোনা ও ইয়াস

এমন আরও উদাহরণ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতির (ওয়েবকুপা) উত্তর ২৪ পরগনার জেলা কমিটির উদ্যোগে রবিবার হিঙ্গলগঞ্জের ভাণ্ডারখালি দ্বীপের বাঁশতলি গ্রামের দুর্দশাগ্রস্ত ১৫০টি পরিবারের হাতে তুলে দেন পোশাক, মশারি, স্যানিটারি ন্যাপকিন, টর্চ, ওআরএস, এবং ওষুধপত্র। দেওয়া হয় মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজারও। ওয়েবকুপার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সভাপতি রমেশ বর্মনের নেতৃত্বে ১৪ জনের দল সরেজমিনে গ্রামটি ঘুরে দেখে দরিদ্র মানুষের হাতে খাবার তুলে দেওয়ার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের বই, খাতা, পেন পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদও সম্প্রতি হিঙ্গলগঞ্জের দুর্গত ৪০০টি পরিবারের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দিয়েছে। ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বলেন, 'শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের প্রয়াসে এই কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মধুমা দাস আমাদের সাহায্য করেছেন। সেই সঙ্গে সাহায্য পেয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীদেরও।'

হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষাকর্মী ও অধ্যাপকরা কলেজ সংলগ্ন এলাকায় ৪৫০টি পরিবারের হাতে শুকনো খাবারের প্যাকেট তুলে দেন। সঙ্গে দেওয়া হয় মাস্ক ও সাবানও। বিদ্যুৎ বিপর্যয় হলে যাতে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার কোনও রকম অসুবিধা না-হয়, সে জন্য মোমবাতি ও দেশলাই দেওয়া হয়েছে। অধ্যক্ষ শেখ কামালউদ্দিন জানান, মহাবিদ্যালয়ের নিজস্ব ভেন্ডিং মেশিন থেকে স্যানিটারি ন্যাপকিনও বিলি করা হয়েছে।

করোনার সময়ে সচেতনতা প্রসারে অগ্রণী কলেজ পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়দিঘি। ১৪ জুন

কিছুটা হ্রাস পেয়েছে কোভিড-১৯-এর দ্বিতীয় ঢেউয়ের দৈনিক সংক্রমণ, এবং নিয়মবিধিতে আলগা দেওয়ার প্রবণতা আসে এই সময়েই। কাজেই সতর্কতা বজায় রাখায় যেন ঘাটতি না থাকে, এই উদ্দেশ্যে সোমবার (১৪ জুন) সুন্দরবনের রায়দিঘি কলেজের 'জাতীয় সেবা প্রকল্প' শাখার স্বেচ্ছাসেবকদের একটি দল কোভিড-১৯ সচেতনতাবিধি প্রচারের পথে নামল কলেজ সংলগ্ন এলাকায়।

অধ্যাপক ড. অমিতাভ মৈত্র ও শুভংকর ঘোষ রায়চৌধুরী প্রোগ্রাম অফিসারদ্বয় ও অধ্যাপক বিদ্যুৎ সাহার তত্ত্বাবধানে ২২ জন স্বেচ্ছাসেবক দুটি দলে ভাগ হয়ে কলেজ গেট থেকে মুণ্ডাপাড়া হয়ে ময়রামহল ও অন্যদিকে রায়দিঘি বাজার এলাকায় এই পদযাত্রা ও ক্যাম্পেনিং চালায়।

সকাল সাড়ে ন'টা থেকে প্রায় এগারোটা পর্যন্তচলা এইপ্রয়াসে অবশ্য পালনীয় বিধি লেখা তিনশোটি লিফলেট এবং পাঁচশোটি সার্জিকাল মাস্ক বিতরণ করা হয়। পুরো সময় জুড়েই স্বেচ্ছাসেবকরা নিজেদের মধ্যে সামাজিক দূরত্বের বিধি মেনে কাজ করেছে ও স্থানীয় মানুষকেও তা মানতে উদ্বুদ্ধ করেছে। রায়দিঘি বিধানসভার বিধায়ক ডা. অলোক জলদাতা তাঁর বক্তব্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও স্বেচ্ছাসেবকদের, পীড়িত-আর্তদের পাশে থাকার জন্য। সঙ্গে এলাকাবাসীর কাছে তাঁর আবেদন, কলেজের ভলেন্টিয়াররা যাতে এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সুষ্ঠুভাবে, সে উদ্দেশ্যে আপনারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। কলেজের অধ্যক্ষ ড. শশবিন্দু জানাও স্বেচ্ছাসেবকদের সাধুবাদ জানিয়ে বলেছেন, 'ওদের কাজে আমরা গর্বিত। সরকারি প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করছে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা। আগামীদিনে ওরাই হবে সমাজ-উন্নয়নের সাথি।'